1.গণপরিষদ এবং ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা।

অধ্যায় ঃ 1

সংবিধান [Constitution]

একটি রাষ্ট্র যে যে মৌলিক শর্তের ভিত্তিতে প্রশাসিত হবে সেই শর্তগুলির সংকলনকে 'সংবিধান' বলা হয়। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কাঠামো , প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের মুখ্য পদাধিকারীদের ভূমিকা , ক্ষমতা , দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার পূর্ণচিত্র থাকে প্রত্যেকটি সভ্য দেশের লিখিত সংবিধানে। ব্রিটেন ব্যতিরিকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান আছে। এই সংবিধানগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহত্তম ভারতীয় সংবিধান। সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় (26 শে নভেম্বর , 1949) এতে ছিল 22 টি পার্ট , 395 টি অনুচ্ছেদ এবং 8 টি তফশিল।

গণপরিষদ[Constituent Assembly]

ভারতীয় সংবিধান রচনা করেছিল ভারতের গণপরিষদ। গণতান্ত্রিক রীতিনিতি অনুসারে একটি দেশের শাসনব্যবস্থা সেই দেশের অধিবাসীদের দ্বারা রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু দেশবাসীর সকলের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজনকে নিয়ে একটি সংস্থ্য গঠিত হয়। এই সংস্থাই দেশ ও দেশবাসির জন্য একটি স্যবিদান প্রণয়ন করে। দেশের জনগণের হয়ে যাঁরা সংবিধান রচনা করে , সম্মিলিতবাবে তাঁদের বলা হয় গনপরিষদ। ভারতেও গঠিত হয়েছিল গনপরিষদ এবং সেই গণপরিষদ রচনা করেছিল ভারতীয় সংবিধান।

1946 সালে ভারতে আগত ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল ভারতের গনপরিষদ। ক্যাবিনেট মিশন চারটি মুল নিতির উপর ভিত্তি করে গনপরিষদ গঠনের কথা বলে , নীতিগুলি হল --

- (a) প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে [প্রতি দশ লক্ষ জনতার জন্য একজন] গণপরিষদে আসন পাবে। ঠিক হয় প্রদেশগুলির আসন সংখ্যা হবে 292 এবং দেশীয় রাজ্যগুলির আসনসংখ্যা হবে সর্বাধিক 93
- (b) প্রত্যেক প্রদেশের আসন সংখ্যা সাধারণ , মুসলিম ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বিভক্ত হবে।
- (c) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একহস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে নিজ নিজ প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবে।
- (d) প্রিন্সলি স্টেটগুলি থেকে প্রতিনিধি মনোনয়নের পদ্ধতি আলাপ আমলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুসারে 1946 সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । প্রদেশগুলি থেকে নির্বাচিত 292 জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রিন্সলি স্টেটগুলি থেকে মনোনীত 93 জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় ভারতের গণপরিষদ । 1946 সালের 9 ই ডিসেম্বর দিল্লির 'কনস্টটিটিউশন হল ' এ অনুষ্ঠিত হয় গণপরিষদের প্রথম সভা

গণ পরিষদ ও সংবিধান রচনার ইতিহাস

[Constituent Assembly and the History of Making Constitution of India]

সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের দাবী প্রথম তোলে স্বরাজ দল	1935 সালে
* ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার অধীনে গঠিত হয় গণপরিষদ । গণপরিষদ গঠনে অংশগ্রহণ করে নি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া । গণপরিষদের সদস্যরা ছিলেন প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত।	1946 সালে
প্রথমে মুসলিম লীগ গণপরিষদ গঠনে অংশগ্রহণ করেছিল । গণপরিষদের প্রাথওির সদস্য সংখ্যা ছিল 389 । পরে , মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা গণপরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করার পর গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা হয় 299 ।	
* 9 ই ডিসেম্বর , অনুষ্ঠিত হয় গণপরিষদের প্রথম সভা । ঐ সভায় গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য রূপে গণপরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা ।	1946 সালে
11 ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় গণপরিষদের দ্বিতীয় সভা । * ঐ সভায় গণপরিষদের স্থায়ী চেয়ারম্যান রূপে নির্বাচিত হন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ।	1946 সালে
* ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদে গঠিত হয় মোট 13 টি কমিটি ।	
খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর বি আর আমবেদকর । তাঁকে ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি বলে মনে করা হয় । খসড়া কমিটিতে চেয়ারম্যানসহ মোট সাত জন সদস্য ছিলেন ।	
গণপরিষদের সাংবিধানিক উপদেষ্টা ছিলেন বি. এন. রাউ. ।	
গণপরিষদে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হত সর্বসম্মতিক্রমে ।	

22 শে জানুয়ারি গণপরিষদের সম্মুখে উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জওহরলাল নেহেরু	1947 সালে
** 26 শে নভেম্বর গৃহীত হয় ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যে বিষয়গুলো কার্যকর হয় তাদের মধ্যে অন্যতম নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয় , নির্বাচন ও কার্যনির্বাহী সংসদ ।	1949 সালে
***26 শে জানুয়ারি কার্যকরী হয় ভারতীয় সংবিধান	1950 সালে

- গণপরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আইনসভার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন সাধারণ জনতাদের নিয়ে গঠিত নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা । তৎলকালীন ভারতে মাত্র 14% ভারতবাসীর ভোটাধিকার ছিল ।

- ব্যক্তিবিশেষরূপে ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় সংবিধান রচনার দাবী জনসমক্ষে প্রথম উত্থাপন করেন মানবেন্দ্রনাথ রায় , ভারতে কমিউনিস্ট মুভমেন্টের জনক
- গণপরিষদ ভারতের জাতীয় পতাকাকে গ্রহণ ও অনুমোদন করে 22শে জুলাই, 1947 (পতাকিটির নকশা তৈরী করেছিলেন পিঙ্গলি ভেঙ্কাইয়া নামক অন্ধ্রপ্রদেশের এক বাসিন্দা)

*‘ 26শে জানুয়ারি ’ তারিখটিকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে নির্বাচনের কারণ

1929 সালে , লাহোরে , জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে , কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে , ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য রূপে ‘স্বায়ত্বশাসন ’ এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বরাজের দাবী গৃহীত হয় । লাহোর কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে , ইংরেজ সরকার স্বাধীনতা দিক বা না দিক , পরের বছর থেকে প্রত্যেক বছর ‘ 26শে জানুয়ারি ’ দিনটিকে , কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করা হবে । 1930 – 1947 সাল - এই দীর্ঘ সময় , প্রত্যেক বছর , 26শে জানুয়ারি দিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস । 26শে জানুয়ারির এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে , 1950 সালের , ঐ দিনটিতেই ভারতীয় সংবিধান কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বের বিভাজন

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা স্থির হয় 389 জন । এর মধ্যে 11 টি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ থেকে আসবেন 292 জন সদস্য । এর মধ্যে 78 টি মুসলিমদের জন্য , 4 টি শিখদের জন্য এবং সাধারণের জন্য 210 টি আসন নির্ধারিত হয় । । এ ছাড়া স্থির হয় 4 জন সদস্য আসবেন চীফ্ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলি (দিল্লি , আজমীর-মারওয়া , কুর্গ ও বটিটিশ বালুচিস্তান) থেকে । এঁদের দ্যতিরিকে আরও 93 জন সদস্য আসবেন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ।

গণপরিষদে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির আসন নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারিত হয়

	প্রদেশের নাম	সাধারণ আসনের সংখ্যা	মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন	শিখদের জন্য সংরক্ষিত আসন	মোট আসন
	মাদ্রাজ	45	4	-	49
	বোম্বাই	19	2	-	21
	উত্তর প্রদেশ	47	8	-	55
	বিহার	31	5	-	36
	কেন্দ্রীয় প্রদেশ সমূহ	16	1	-	17
	ওড়িশা	9	0	-	9
	পঞ্জাব	8	16	4	28
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	0	3	0	3
	সিন্ধ	1	3	0	4
	বাংলা	27	33	-	60
	অসম	7	3	-	10
		210	78	4	292

গণপরিষদের সদস্যদের দলগত অবস্থান [292 টি প্রাদেশিক আসনে]

দলের নাম	আসন সংখ্যা	দলের নাম	আসন সংখ্যা
কংগ্রেস	208	কৃষক প্রজা	1
মুসলিম লীগ	73	তফশিলী জাতি ফেডারেশন	1
ইউনিওনিস্ট	1	শিখ (অকংগ্রেসী)	1
ইউনিওনিস্ট মুসলিম	1	কমিউনিস্ট	1
ইউনিওনিস্ট তফশিলী জাতি	1	নির্দল	8

গণপরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের নাম :

নির্দল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল , জওহরলাল নেহেরু , ডঃ বি আর আম্বেদকর , মৌলানা আবুল কালাম আজাদ , এইচ এন কুঞ্জরু , তেজ বাহাদুর সাপ্রু , সি রাজাগোপালাচারি , কে শান্থানাম , কে এম মুন্সি , আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার এবং অন্যান্যরা ।

গণপরিষদ ও ভারতীয় সংবিধান রচনা সংক্রান্ত কিছু বিশেষ তথ্য

- সংবিধান রচনা করতে সময় লেগেছে মোট 2 বছর 11 মাস এবং 17 দিন অর্থাৎ প্রায় 3 বছর
- সংবিধান রচনার জন্য মোট খরচ হয়েছে 64 লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা ।
- সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদের মোট 11 টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সবক'টি অধিবেশনের কার্যশীল দিনগুলির যোগফল = 165 দিন ।
- 1946 সালের 9ডিসেম্বর , দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে , গণপরিষদের প্রথম সভায় , উপস্থিত ছিলেন 207 জন সদস্য ।
- গণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে , গণপরিষদের সহ-সভাপতি রূপে নির্বাচিত করা হয় হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়কে ।
- 1947 সালের 29 আগষ্ট গঠিত হয় সাত সদস্য বিশিষ্ট খসড়া কমিটি যার সদস্যরা ছিলেন বি. আর. আম্বেদকার (চেয়ারম্যান) , আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার , , এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার , কে. এম. মুন্সী , সৈয়দ মহম্মদ শাহদুল্লা , বি. এল. মিত্র এবং ডি. পি. খৈতান । পরবর্তীকালে , বি. এল. মিত্রের সদস্যপদ বাতিল হওয়ার পর সেই পদে নির্বাচিত হন এন. মাধব রাউ এবং ডি. পি. খৈতানের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলে নির্বাচিত হন টি. টি. কৃষ্ণস্বামী

গণপরিষদে গঠিত কয়েকটি বিশেষ কমিটি

1. সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কিত কমিটি , 2. কার্যনির্বাহক কমিটি , 3. কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কিত কমিটি , 4. মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি , 5. সংখ্যালঘু সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি , 6. কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি , 7. প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি [চেয়ারম্যান : পন্ডিত নেহেরু] 8. সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি [চেয়ারম্যান : পন্ডিত নেহেরু] , 9. খসড়া কমিটি